বিলাস সামন্ত, আংশিক সময়ের অধ্যাপক(Govt. Approved), ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

==========

ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (১৮৪৮ খ্রি .) কারণ ও তাৎপর্য

জুলাই বিপ্লবের ফলে বুঁরবো রাজবংশের পরিবর্তে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপ । কিন্তু ১৮ বছরের মধ্যেই ১৮৪৮ - এর ফেব্রুয়ারি মাসে আর - এক অভ্যুত্থানে এই জুলাই রাজতন্ত্রের - ও পতন হয়, ফান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র । ফেব্রুয়ারি বিপ্লব - পুর্বেকার অস্থির ফ্রান্সের বর্ণনা প্রসঙ্গে আলেক্সিস দ্য তকাল Wexis de Tocquevilie)--- বলেন আমরা একটি আগ্নেয়গিরির ওপরে ঘুমিয়ে আছি . . বিপ্লবের হাওয়া বইছে , দিগন্তে ঝড়ের আভাস ।

জুলাই রাজতন্ত্রের পতন বা ফ্রেব্রুয়ারি বিপ্লবের কারণ :

রাজতন্ত্রের দুর্বল ভিত্তি- ফ্রান্সের উদারতন্ত্রী , প্রজাতন্ত্রী , বাোনাপার্টিস্ট , সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি দল ঐক্যবদ্ধভাবে চিরকালের মতাে বুঁরৰো রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হলেও বিপ্লব - পরবর্তীকালের শাসনতান্ত্রিক কাঠামাে কী হবে , তা নিয়ে একমত হতে পারেনি । তার ওপর পার্লামেন্টের ৪৩০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২১৯ জনের ভোটে উদারতা দলের মনাোনীত প্রার্থী হিসেবে লুই ফিলিপ সিংহাসনে বসেছিলেন । ফলে সর্বসম্মতভাবে রাজা নির্বাচিত না হওয়ায় জুলাই রাজতন্ত্রের ভিত্তি ছিল দুর্বল ।

রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতা: রাজতন্ত্রের প্রতি প্রবল ক্ষুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা ছাড়াও সে সময়ে ফ্রান্সের অসন্তুষ্ট অন্যান্য রাজনৈতিক দলও নানা কারণে জুলাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু করে । যেমন —

১. ন্যায্য অধিকারবাদী দলের বিরোধিতা: --বুরৰোঁপন্ত্রীরা মনে করতেন জুলাই রাজতন্ত্র ছিল অবৈধ ও ফিলিপ ছিলেন বেআইনি শাসক । তারা দশম চার্লসের পৌত্র কাউন্ট অ চ্যামবার্ডকেই বৈধ রাজা বলে মনে করত ।
২. বোনাপার্টিস্ট দলের বিরোধিতা:-- মধ্যপন্থী বাোনাপার্টিস্ট দল লুই ফিলিপ - এর হতাশাজনক বৈদেশিক নীতির সঙ্গে নেপাোলিয়নের গৌরবাোজ্জ্বল বৈদেশিক নীতির তুলনা করে তার দুর্বল শাসনের অবসান চায় এবং নেপাোলিয়নের ভ্রাতুস্পুত্র লুই নেপাোলিয়নকে সিংহাসনে বসাতে উৎসাহী হয়ে ওঠে ।
৩. সমাজতন্ত্রী দলের বিরাোধিতা : লুই ব্লাক , সেন্ট সাইমন , পুধোঁ , চার্লস ফ্ররিয়ার প্রমুখের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী দল রাজা ফিলিপের অর্থনীতির প্রচণ্ড সমালাোচনা ও বিরাোধিতা শুর করে ।
৪. যাজকপন্থী দলের বিরাোধিতা : —যাজকশ্রেণির হাত থেকে শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব কেড়ে নেওয়ার ফলে যাজকশ্রেণিও লুই ফিলিপের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরাোধিতা করে জুলাই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ চায় ।
৫. প্রজাতন্ত্রী দলের বিরাোধিতা :— লুই ফিলিপ সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের মানদণ্ড নির্ধারিত করলে বহু গরিব মানুষ তাদের ভাোটাধিকার হারায় । তাই এই দল জুলাই রাজতন্ত্রের বিরাোধিতা করে ।

৩. বুর্জোয়া নির্ভরতা :— শক্তিশালী রাজনৈতিক দলগুলির পূর্ণ সমর্থন না পেয়ে লুই ফিলিপ ক্রমে বুর্জোয়াশ্রেণির মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠেন । যদিও বুর্জোয়াদের বিরাট একটা অংশের সমর্থন তিনি লাভ করতে পারেননি , তবুও নিজ স্বার্থের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় উদাসীন হয়ে পড়েন । ফলে নাগরিক রাজা (Citizen king) হিসেবে যে জনপ্রিয়তা তিনি লাভ করেছিলেন তা ক্রমেই হারিয়ে যায় । জনসাধারণ আর একটা বিপ্লবের প্রয়াোজন উপলব্ধি করে

৪. শ্রমিক বিক্ষোভ : ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লবের ফলে সেখানে কলকারখানা গড়ে ওঠে, কিন্তু কোনো সুষ্ঠু শিল্পনীতি গড়ে ওঠেনি ।ফলে কম মজুরিতে শ্রমিকদের বেশি সময় খাটতে বাধ্য করা হতো ।তাদের ন্যায্য দাবিকে পদদলিত করে শিল্পপতিরা অধিক ধনী হতে শুরু করে। লুই ব্লাঁ মন্তব্য করেন—— এই অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে শ্রমিকদের মুক্তিলাভের জন্য প্রথমেই বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের অবসান প্রয়োজন।

৫. **অর্থনেতিক সংকট** : লুই ফিলিপের শাসনকালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠে । প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা কারণে শস্যহানির ফলে বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে মন্দ বেকার সমস্যাকে চরমে পৌঁছে দেয় । এইসব সমস্যা সমাধানে অক্ষম সরকারের পতন ঘটাতে ফ্রান্সবাসী তৎপর হয়ে ওঠে । লা - ভেন্ডি , বাোলন , স্টাসম্বুর্গ , লিও ইত্যাদি অঞ্চলে বিদ্রোহের মুল কারণ ছিল এই অর্থসংকট

৫. **দুর্বল বিদেশনীতি** : বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও লুই ফিলিপ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন । জাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য কোনাো বৈদেশিক নীতি গ্রহণ না করার ফলে বাোনাপার্টিস্টরা যেমন তাকে কাপুরুষ হিসেবে ঘৃণা করতে শুরু করে , পার্লামেন্টেও তেমনি এ ব্যাপারে তিনি নিন্দিত হন । বিদেশনীতি নির্ধারণে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি । এক্ষেত্রে তার ভয় ছিল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তাকে হয়তাো ইউরাোপীয় শক্তিবর্গ সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করবে । ফরাসি জনশণও তার বন্ধ্যা ও নিষ্ফলা ' বৈদেশিক নীতির ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে ।

৭. **লুই ফিলিপের মধ্যপন্থা নীতি** : লুই ফিলিপ বিপ্লবের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও মধ্যপন্থা নীতি মেনে শাসনকার্য পরিচালনা করেন । ফলে তিনি ফ্রান্সে বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী রক্ষণশীল বা উদারপণী কোনাো দলেরই আস্থা অর্জন করতে পারেননি । তাঁর এই ব্যর্থতা বিপ্লব ডেকে আনে ।

৮. **পরিবর্তনবিমুখ অভ্যন্তরীণ নীতি :** -অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে লুই ফিলিপ ও তাঁর মন্ত্রী গিজো পরিবর্তনবিমুখ নীতি গ্রহণের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন । ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধি , প্রতিনিধি সভার গঠন পালটানাোর দাবিকে অস্বীকার করা হয় । প্রতিনিধি সভায় কৃত্রিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়ে বলপূর্বক জনবিরাোধী শাসন কায়েম করা হয় ।

৯. **ভোটাধিকার সংস্কার ও সম্প্রসারণের দাবি** : --যে উদারতন্ত্রী দলের সমর্থনে ফিলিপ ফান্সের সিংহাসনে বসেছিলেন , থিয়াসের নেতৃত্বে সেই দল ভোটাধিকার সংস্কার ও সম্প্রসারণের দাবি জানায় । রাজা ফিলিপ ও তার প্রতিক্রিয়া শীল প্রধানমন্ত্রী গিজো তা মানতে অস্বীকার করেন এছাড়াও

১. september আইন দ্বারা সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা নিষিদ্ধ করা হয়

২. জুরি দ্বারা বিচারের সুযোগ বাতিল করা হয়।

৩. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়।

এভাবে লুই ফিলিপের সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে ।তাই থিয়ার্স ধিক্কারের সুরে বলেন— ফরাসি পার্লামেন্ট হল একটি বাজার যেখানে সদস্যরা তাদের বিবেক বিক্রি করেন।

১০. জনতার ওপর গুলিবর্ষণ : লুই ফিলিপের দমনমূলক আচরণে হতাশ উদারতন্ত্রী দল শেষ পর্যন্ত 22শে ফেব্রুয়ারি (১৮৪৮ খ্রি) প্যারিসের ময়দানে এক জনসভার আয়াোজন করে । কিন্তু সরকার ওই সভা নিষিদ্ধ করলে জনতা গিজোর পদত্যাগ দাবি করে এবং তাঁর বাসগৃহের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এই সময় দেহরক্ষীরা জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করলে 23 জন নিহত ও 30 জন আহত হয়

জনতার ওপর গুলিবর্ষণের সংবাদে প্যারিসের সর্বত্র উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে এবং রাজার পদচ্যুতির দাবিতে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়। অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে গেলে 24 শে ফেব্রুয়ারি দশ বছরের পৌত্র কাউন্ট অব প্যারিসের অনুকুলে সিংহাসন ত্যাগ করে লুই ফিলিপ ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেন । এর সঙ্গেই জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের তাৎপর্য

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ব্যর্থ হলেও নানাদিক থেকে এই বিপ্লব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল-

১. এই বিপ্লব ভিয়েনা বন্দোবস্ত ও মেটারনিক ব্যবস্থার মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দেয় । এই বিপ্লবের ধারা ইতালি বা জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয় নি ঠিকই, কিন্তু এই বিপ্লব এই দুটি রাজ্যের ঐক্যের পথ প্রস্তুত করেছিল । স্থির হয়ে গিয়েছিল যে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানি এবং পিডমন্ট সার্ডিনিয়ায় নেতৃত্বে ইতালির ঐক্য সম্পন্ন হবে।

২. এই বিপ্লব সামন্ততন্ত্রের পতন কে সুনিশ্চিত করে। অস্ট্রিয়ার সরকার ভূমি আইন সংশোধন করে কৃষকদের সামন্ত প্রভুদের শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেয। ডেভিড টমসন এর মতে এটি হলো বিপ্লবের সবচেয়ে স্মরণীয় দীর্ঘমেয়াদি অবদান । ভূমিদাস প্রথা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর ফলে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের সচ্ছল ,রাজনীতি সচেতন এবং নিজের জমির মালিক স্বাধীন কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে ।

৩. এই বিপ্লবের দ্বারা ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে । শ্রমিকদের কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য "জাতীয় কর্মশালা" প্রতিষ্ঠিত হয় ।

৪. এই বিপ্লব ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক বিপ্লব প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন ,রোম ,মিলান, ভেনিস .বুদাপেস্ট প্রভৃতি শহর ছিল এই বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র।

৫. এই বিপ্লব ছিল বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব ।কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক ,সাংবাদিক প্রভৃতি মানুষ এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন।

==========

নেমিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লব কে 'বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন । ফ্রান্সে কবি লা-মার্টিন, বোহেমিয়া তে ঐতিহাসিক প্যালাকি, হাঙ্গেরিতে কবি ও সাহিত্যিক পেটোফ্রি, ইতালিতে পন্ডিত ও আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক ম্যাৎসিনি এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন।

৬. ডেভিড টমসন অধ্যাপক টেলর প্রমুখ ঐতিহাসিক এই বিপ্লব কে জনতার বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন । অধ্যাপক টেইলর বলেন যে 1848 খ্রিস্টাব্দের প্রকৃত নায়ক ছিল জনগণ । কেবলমাত্র বিপ্লবী নেতাদের উপর নির্ভর করলে এ বিপ্লব সংঘটিত হতো না ।তিনি বলেন যে 1848 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে রাজনীতি ও দেশের শাসন সংক্রান্ত বিষয় আর ধনীর বৈঠকখানায় নিয়ন্ত্রিত হত না ।এখন থেকে রাজপথে সাধারণ মানুষদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ডেভিড টমসন বলেন যে, 1848 সাল জনগণের যুগের সূচনা করে ।

৭. এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই ,কিন্তু তা ছিল সামরিক । 1848 ছিল একটি যুগসন্ধিক্ষণ । এই সময় যে বীজ রোপিত হয়েছিল,অচিরেই তা মহীরুহে পরিণত হয় । তবে এর জন্য অবশ্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয় ।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১. জুলাই রাজতন্ত্রের পতনের কারণ আলোচনা করো ?

২. ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা করো ?

৩. ১৮৪৮ এর বিপ্লব কি ছিল ?